Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XII, Issue-III, April 2024, Page No.78-84
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

পত্রিকা সম্পাদনার ভূমিকায় কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী

সুমিত পাল
গবেষক, শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, স্বামী বিবেকানন্দ ইউনিভার্সিটি, ব্যারাকপুর পশ্চিমবঙ্গ,ভারত

ডক্টর সন্তোষ মুখার্জী
অধ্যাপক, শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ,স্বামী বিবেকানন্দ ইউনিভার্সিটি, ব্যারাকপুর, পশ্চিমবঙ্গ,ভারত

ডক্টর সমীর রঞ্জন অধিকারী
অধ্যাপক, শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, সিধো- কানহু বীরসা ইউনিভার্সিটি, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

Jatindramohan Bagchi was a poet as well as an accomplished magazine editor. Jatindramohan was not satisfied with just writing literature, in fact he was directly or indirectly associated with various trends in the literary movement of the 20th century. 'Mansi Patrika' was first published in 1909 AD under the editorship of Jatindra Mohan Bagchi. Then in 1913, Maharaja Jagadindranath Roy of Natore became the editor of 'Mansi Patrika'. But although he was the magazine editor, the main director was Jatindramohan Bagchi. He gradually enriched this magazine. Jatindramohan was one of the editors of this magazine till 1914 AD. In 1916, 'Mansi Patrika' was merged with 'Marambani Patrika' and published as a monthly magazine called 'Mansi and Marma Bani'. Jatindra Mohan Bagchi was also involved in editing. Then in 1921-1922, Jatindramohan Bagchi edited 'Jamuna' magazine for five years in collaboration with Fanindranath Pal. After that, 'Kallol' magazine entered in 1923, Jatindramohan Bagchi did not edit that magazine. He has written several articles only in 'Kallol' magazine. Jatindramohan Bagchi edited a monthly magazine called 'Purbachal' in 1947. This magazine was the last magazine editing work of his life. He was able to edit this magazine in just one year. Then he passed away on 1st February 1948.

Key words: editor, enriched, magazine, Mansi, Marambani, Jagadindranath Roy, Jamuna, Kallol, Purbachal.

ভূমিকা: একদা বাংলাদেশের প্রধান জমিদারদের মধ্যে অন্যতম, নদিয়া জেলার করিমপুর সংলগ্ন যমশেরপুর বাগচী পরিবার। এখনো সেই বাড়ি বর্তমান। যদিও সেই বাড়ি এখন অযত্নে অবহেলায় ইতিহাসের সাক্ষ্য প্রমাণ হিসাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই বাড়িতেই ১৮৭৮ সালের ২৭ শে নভেম্বর (১২ই অগ্রহায়ণ ১২৮৫ বঙ্গাব্দে) কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর জন্ম হয়। কলেজে পড়াকালীনই তিনি রীতিমত কাব্যচর্চা শুরু করেন। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে এফ. এ. পরীক্ষার পরেই বরানগর বন হুগলির জমিদার নিমাই চাঁদ

মৈত্রের কনিষ্ঠ কন্যা ভবানী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। বিবাহের চার বছর পর ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি.এ. পাস করেন। বিশ শতকের প্রথম থেকে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কারণে নদিয়া ও মুর্শিদাবাদে বাগচী পরিবারের জমিদারীর আয় কমতে থাকে। তাই জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও যতীন্দ্রমোহনকে অর্থ উপার্জনের কথা ভাবতে হয় এবং তিনাকে সম্ভাব্য কাজকর্মে যোগদান করতে দেখা যায়। তিনি দক্ষতার সাথে বেশ কিছু পত্র-পত্রিকার সম্পাদনার কাজ করেছেন। যেমন 'মানসী'; 'মর্মবাণী'; 'যমুনা'; 'পূর্বাচল' প্রভৃতি পত্রিকা। পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে যতীন্দ্রমোহন বাগচীকে স্মরণ করলে লক্ষ্য করা যায় তার অকৃত্রিম রবীন্দ্রভক্তি।

গবেষণার উদ্দেশ্য: গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হল - পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে যতীন্দ্রমোহন বাগচীর ভূমিকা পর্যালোচনা করা।

পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে যতীন্দ্রমোহন বাগচীর অবদানের ক্ষেত্রে প্রশ্ন হল- "পত্রিকা সম্পাদনার ভূমিকায় কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর অবদান কী "?

গবেষণা পদ্ধতি: এই গবেষণাটি আসলে গুণগত গবেষণা পদ্ধতি (Qualitative Research)। বিশেষত আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে গবেষণাটি পরিচালিত করা হবে।

উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি: উপাত্ত গবেষণার অন্যতম সহায়ক। উপাত্ত বিশ্লেষণ করেই তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। উপাত্ত গুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

(অ) প্রাথমিক উপাত্ত (Primary data): প্রাথমিক উপাত্ত হিসাবে যতীন্দ্রমোহন বাগচীর স্বরচিত গ্রন্থ গুলি বিবেচিত হয়েছে। যেমন লেখা, রেখা, অপরাজিতা, নাগকেশর, জাগরণী, নীহারিকা, মহাভারতী ইত্যাদি।

(আ) গৌণ উপাত্ত (Secondary data): বর্তমান গবেষণায় গৌণ উপাত্ত হিসেবে যে বিষয়গুলো বিবেচিত হয়েছে সেগুলি হল –

(ক) যতীন্দ্রমোহন বাগচীর জীবনী তথ্য,

(খ) পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে যতীন্দ্রমোহন বাগচী সম্পর্কিত বহুবিধ লেখক-এর আলোচনা,

(গ) যতীন্দ্রমোহন বাগচী সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষণাধর্মী গ্রন্থ,

(ঘ) বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা (যতীন্দ্রমোহন বাগচী সম্পর্কিত লেখা),

(ঙ) মুদ্রিত ও অমুদ্রিত নথিপত্র প্রভৃতি।

বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ: ক্ষেত্র সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত প্রাথমিক উপাত্ত ও নানা মাধ্যমে প্রকাশিত বিষয়বস্তু থেকে প্রাপ্ত গৌণ উপাত্তর বস্তুনিষ্ঠ ও প্রণালীবদ্ধ বর্ণনার একটি গবেষণা কৌশল হলো বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ। বিভিন্ন সামাজিক নিদর্শন, শিল্প-কর্ম, বই, চিঠিপত্র, জার্নাল, চিত্রকর্ম, সংবাদপত্র ও অন্যান্য দৃষ্টিকার্য মৌখিক ও লিখিত বিভিন্ন ডকুমেন্ট এই পদ্ধতিতে উৎসের উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। তথ্য বিশ্লেষণ, ক্ষেত্র সমীক্ষা ও পুস্তক অধ্যায়নের মাধ্যমে সংগ্রহীত উপাত্ত গুলি বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে তথ্য নিষ্কাশন করা হয়েছে। বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে আরও বোঝা গেছে কবি যতীন্দ্রমোহন জীবিকার অন্বেষণেই একরকম এই পত্রিকা সম্পাদনার কাজ তিনি বেছে নিয়েছিলেন। তাঁকে রবীন্দ্র পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের একজন প্রধান কবি ও

সাহিত্যিক হিসেবে যেমন বিবেচনা করা হয়ে থাকে, ঠিক তেমনি পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে যতীন্দ্রমোহন বাগচী দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

গবেষণার ফলাফল: গবেষণা কর্ম সমাপ্তের উপর নির্ভর করে, গবেষণা কর্মের ফলাফল। উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে যে তথ্য উঠে আসবে, তার ভিত্তিতে গবেষণার ফলাফল গৃহীত হয়েছে।

যতীন্দ্রমোহন বাগচীর পূর্বপুরুষ ও তাদের পেশা গত জীবন: গৌড়ের রাজা, মহারাজ আদিশূর ১০৩২ খ্রিস্টাব্দে কনোজ থেকে গৌড়ে পাঁচ ব্রাহ্মণ আনেন। তার মধ্যে ক্ষিতীশ সূত ভট্টনারায়ণ বা নারায়ণভট্ট সাধু বাগচী তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন , ইনার পিতা ছিলেন ধামসর নিবাসী ধেঞ্চি বাগচী। নারায়ণভট্ট সাধু বাগচী মহারাজ আদিশূরের পুত্রেষ্টি যজ্ঞকর্ত্তা ও সংস্কৃত বেণীসংহারদি নাটক প্রণেতা ও বিখ্যাত কবি। ইনিই হলেন যমশেরপুর বাগচী পরিবারের আদিপুরুষ। নারায়ণ ভট্টের ৩০পুরুষ পরে রামভদ্র বাগচী জন্মগ্রহণ করেন। এরপর রাম নৃসিংহ বাগচীর সময় থেকে যমশেরপুর বাগচী পরিবারের শ্রীবৃদ্ধির সূত্রপাত হয়। রাম নৃসিংহ বাগচীর মধ্যমপুত্র রামগঙ্গা বাগচী বাংলা ১২৪০ থেকে ১২৫০ সাল পর্যন্ত নসিপুরের মহারাজা কীর্তিচাঁদের আমলে দেওয়ানির কাজ করতেন। এর পর তিনি যুগিনদা, টেকা, মজলিশপুর, বিদাড়া, পরাশপুর, কুপিলা ও যমশেরপুরের জমিদারির পত্তনী নেন। ক্রমে ক্রমে ধনে-মানে-প্রতিপত্তিতে এই বাগচী জমিদারদের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। রামগঙ্গা বাগচী ছিলেন যতীন্দ্রমোহন বাগচীর ঠাকুরদা।

ক্ষয়িষ্ণু জমিদার: রামগঙ্গা বাগচীর মৃত্যুর পর যমশেরপুর বাগচী পরিবারের জমিদারির আয় আর বাড়েনি। মূলত হরিমোহন বাগচীর, (যতীন্দ্রমোহন বাগচীর বাবা) আমল থেকে জমিদারির আয় কমতে থাকে। অন্যদিকে বংশধর বৃদ্ধির ফলে শরিকানায় ভাগ যা পাওয়া যেত তা যৎসামান্য। অন্যদিকে ব্যয় কমাবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। যতীন্দ্রমোহন বাগচীরা চার ভাই ও এক বোন ছিলেন। তার মধ্যে যতীন্দ্রমোহন চার নম্বর অর্থাৎ তার তিনটে দাদা ও একটি বোন সুভাষিনী। জমিদারির আয় কমে যাওয়ার ফলে যতীন্দ্রমোহনের তিনটে দাদা জমিদারি ছেড়ে অন্যান্য পেশায় নিযুক্ত হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যান। যেমন যতীন্দ্রমোহনের দাদা রামপ্রসাদ ও কিশোরীমোহন আনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। সুধেন্দুমোহন জমিদারি ও কোলিয়ারি দেখাশোনা করতেন।যতীন্দ্রমোহন বাগচীর বেশ বড় পরিবার ছিল। সেই পরিবারে তাঁর স্ত্রীগিরিশ মোহিনী দেবী, দুই ছেলে মনিন্দ্রমোহন ,ফনীন্দ্রমোহন এবং পাঁচ মেয়ে লীলা, ইলা, শিলা, উর্মি, ও গীতা।

যতীন্দ্রমোহন বাগচীর পেশাগত জীবন: যতীন্দ্রমোহন বি. এ. পাশ করার কিছুদিন পরেই তিনি জীবিকা হিসাবে নানা ধরনের কর্মে নিযুক্ত হন। যতীন্দ্রমোহন তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন বিচারপতি সারদাচরণ মিত্রের প্রাইভেট সেক্রেটারি রূপে। সারদাচরণ শুধু আইনজ্ঞ নয়, সাহিত্যানুরাগী ও ছিলেন। এর ফলে কলকাতার সাহিত্য জগতে যতীন্দ্রমোহনের প্রবেশ ও পরিচিতি অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে উঠেছিল। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে সারদাচরণ মিত্রের অর্থানুকূল্যে, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত যখন 'বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদাবলী' সঙ্কলন করেন, তখন সারদাচরণের প্রতিনিধিরূপে যতীন্দ্রমোহন এই কাজে নগেন্দ্রনাথকে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন।

যতীন্দ্রমোহন বাগচীর কর্মজীবন ছিল বৈচিত্র্যময়। বিভিন্ন পরিস্থিতির দায়ে তাকে বিভিন্ন জায়গায় অনিশ্চিতভাবে তাকে কাজে যোগদান করতে দেখা যায়। সারদাচরণের ব্যক্তিগত সচিব রূপে কাজ করার পরে তিনি কলকাতা কর্পোরেশনের লাইসেন্স ইন্সপেক্টর হিসেবে যোগদান করেন। সেখানে কিছুদিন কাজ

করার পর কবি বুঝতে পারেন এই কাজ তাঁর নয়। পরিস্থিতির শিকার হয়ে তিনি সেই কাজে যোগদান করেছেন। ঠিক সেই সময়ই কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী সাময়িক আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েন। সেই দুঃসময়ে মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় তাকে সম্মানের সাথে আশ্রয় দিয়েছিলেন। এরপরে কবিকে জীবিকা নির্বাহের জন্য অনিশ্চিতভাবে কখনো এফ.এন. গুপ্ত কোম্পানির ম্যানেজার রূপে, কখনো বাজপেয়ি কোলিয়ারিতে কর্মরূপে, আবার কখনো স্বাধীন ব্যবসায় বা শেয়ার মার্কেটেও দেখা গিয়েছে।

'মানসী' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে যতীন্দ্রমোহন বাগচী: ১৩১৫ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে 'মানসী' পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। কার্যাধ্যক্ষ ছিলেন সুবোধ চন্দ্র দত্ত। ২/৫ চৌরঙ্গীতে (দ্বিতলের একটি কক্ষে) বাগচীদের একটি ফটোগ্রাফির দোকান ছিল-হপসিং কোম্পানি, এইখানেই পত্রিকার কার্যালয় ছিল। তৃতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা (ফাল্গুন ১৩১৭) থেকে ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে যতীন্দ্রমোহন বাগচীর নাম পত্রিকা-সম্পাদক রূপে প্রকাশিত হতে দেখা যায়। ১৩২০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যা থেকে 'মানসী' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়। জগদিন্দ্রনাথ স্বয়ং সাহিত্যিক হলেও সম্পাদনার প্রকৃত কর্তব্যভার বহন করতেন কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী। নিয়মিত প্রকাশের সাত বছর পরে ফাল্গুন ১৩২২ বঙ্গাব্দ থেকে মানসী' পত্রিকা সাপ্তাহিক 'মর্মবাণীর' সঙ্গে মিশে যায় এবং জগদিন্দ্রনাথের সম্পাদনায় 'মানসী ও মর্মবাণী' নামে মাসিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হতে থাকে। এই সময় থেকেই যতীন্দ্রমোহন বাগচী 'মানসী ও মর্মবাণী' পত্রিকার সম্পাদনার কাজে যুক্ত থেকে যান।

'মানসী' পত্রিকা প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথের সমর্থকদের মুখপাত্র ছিল। প্রথমের দিকে 'মানসী' পত্রিকার প্রত্যেক সংখ্যাতেই রবীন্দ্রবিরোধিতার জন্য দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও সুরেশচন্দ্র সমাজপতিকে সমালোচনা করা হয়েছিল। যতীন্দ্রমোহন পরবর্তীকালে লিখেছিলেন, -

'দুই পক্ষের দুইখানি পত্রিকায় উভয় পক্ষের মতামত, সমালোচনা ও ব্যঙ্গ রচনায় দুই বৎসরকাল অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহাও তদানীন্তন সাহিত্যসেবীর অজ্ঞাত নাই। প্রয়োজনকালে এইটুকুমাত্র উল্লেখ করি যে, এ পক্ষের পত্রিকার আমিই অন্যতম সম্পাদক ছিলাম এবং ঐ বাদানুবাদ সম্পর্কে যে সকল প্রবন্ধ, নিবন্ধ বা কবিতা এ পক্ষে বাহির হইয়াছিল, তন্মধ্যে তিনটী আমার, দুইটা সত্যেন্দ্রনাথের, দুইটী দ্বিজদাদার ও একটি বন্ধুবর সুবক্তা শ্রীমান সন্তোষকুমার বসু মহাশয়ের।' (র-যু-সা, পৃ. ৩১)।

যতীন্দ্রমোহন 'মানসী' পত্রিকার তৃতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা, (১৩১৭ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাস) থেকে ষষ্ঠ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা (১৩২০ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাস) পর্যন্ত এই পত্রিকার সম্পাদনা করেছিলেন।
'মানসী' পত্রিকা প্রসঙ্গে যতীন্দ্রমোহন তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, -

''মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ, জলধর সেন, অক্ষয়কুমার মৈত্র, রামসুন্দর ত্রিবেদী, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (এই পাঁচকড়িদাই আমাদের ঠাট্টা করিয়া বলিতেন, রবীন্দ্রনাথের দুইটি she, এক প্রবা-সী, আর দুই, তোমাদের মান-সী), ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরহরি সেন (চৈতন্য লাইব্রেরী), ব্যোমকেশ মুস্তাফি, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনবিহারী গুপ্ত (রিপন কলেজের অধ্যাপক), প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, রমাপ্রসাদ চন্দ্র প্রভৃতি অনেকেই তখন মানসীর লেখক ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে দুই-

এক জন ভিন্ন প্রায় সকলেই মধ্যে মধ্যে 'মানসী'-বৈঠকে যোগ দিয়া উৎসাহদানে আমাদের আসর জমাইতেন''।

যমুনা পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে যতীন্দ্রমোহন বাগচী: যতীন্দ্রমোহনের সম্পাদনায় আরও একটি পত্রিকা যুক্ত হয় যার নাম 'যমুনা পত্রিকা'। এই পত্রিকাটি সেই সময় কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনা প্রকাশের জন্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। এই পত্রিকা সম্পাদনার সুবাদে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাথে যতীন্দ্রমোহনের পরিচয় হয় ও তাঁর সৌহার্দ্যলাভ করেছিলেন। যমুনা-পত্রিকা প্রকাশের প্রথম দিকে এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন, শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ পাল। এই পত্রিকা এবং সম্পাদক প্রসঙ্গে যতীন্দ্রমোহন লিখেছেন- 'অমন স্বার্থলেশহীন দেবচরিত্র ও নিরহংকার সরল আচরণ ঐ বয়সের আর যে কোনো ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। অল্পদিনেই তাঁহার সহিত আমার প্রগাঢ় বান্ধবতা হইয়াছিল এবং পরে ঐ 'যমুনা'রই বৈঠকে বাঙলার অদ্বিতীয় কথাশিল্পী ও মহাপ্রতিভার অধিকারী শরৎচন্দ্রের সৌহার্দ্যলাভ করিয়াছিলাম। এই ফণীবাবুর সহযোগিতায় পাঁচ বৎসর 'যমুনা'র সম্পাদনকার্যও আমাকে করিতে হইয়াছিল"। বস্তুত 'যমুনা'র ১৩২৮ ও ১৩২৯ বঙ্গাব্দের সংখ্যাগুলিতে ফণীন্দ্রনাথ পালের সঙ্গে যতীন্দ্রমোহনের নামও সম্পাদকরূপে মুদ্রিত হতো।

পূর্বাচল পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে যতীন্দ্রমোহন বাগচী: শেষ বয়সে 'পূর্বাচল' নামে একটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন যতীন্দ্রমোহন, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর মৃত্যু অবধি তিনি সেই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন, যদিও মূল উদ্যোক্তা ছিলেন যতীন্দ্রমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র মণীন্দ্রমোহন বাগচী।

ছোটদের বার্ষিকী পত্রিকা সম্পাদনায় যতীন্দ্রমোহন: 'মানসী'; 'যমুনা'; 'পূর্বাচল'; এই পত্রিকাগুলি মূলত মাসিক পত্রিকা। এই পত্রিকা ছাড়াও তিনি ১৩৪০ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে শিশুদের জন্য 'ছোটদের বার্ষিকী' পত্রিকার চতুর্থ বর্ষ সম্পাদনা করেন। এছাড়াও ১৩৪১ বঙ্গাব্দে যতীন্দ্রমোহন পন্ডিত অমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত বঙ্গীয় মহাকোষ গ্রন্থের 'প্রথম পর্যায়ে' অন্যতম সহকারী সম্পাদক হিসেবে যুক্ত ছিলেন।

রবীন্দ্রবিরোধিতার যুগে সম্পাদক হিসেবে ব্যতিক্রমী যতীন্দ্রমোহন: হেমেন্দ্রকুমার রায়ের লেখা থেকে জানা যায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কাব্যে দুর্নীতি প্রচারের জন্য রবীন্দ্রনাথকে প্রকাশ্যে আক্রমণ করেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরেই যতীন্দ্রমোহন বাগচী, গুরুর প্রতি এই বিদ্বেষ সহ্য করতে না পেরে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি 'মানসী' পত্রিকার মাধ্যমে দ্বিজেন্দ্রলালকে পাল্টা আক্রমণ করেন। সেই সময় তিনি 'মানসী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। যা সেই সময় সাহিত্য জগতে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করে। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের রচনার নমুনা উল্লেখ করে যতীন্দ্রমোহন দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কে তীব্র ভাষায় আক্রমণ ও ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করেন। অনেকের মতে সেই ভাষা দ্বিজেন্দ্রলাল আর কোন আক্রমণকারীর মুখে শ্রবন করেছেন কিনা সন্দেহ। এইখানেই যতীন্দ্রমোহনের রবীন্দ্রভক্তি প্রবলভাবে প্রকাশ হয়। আর অন্যদিকে দ্বিজেন্দ্রলালের সাথে তার সম্পর্কের দূরত্ব আরো বেড়ে যায়। এই ঘটনার পরেও দ্বিজেন্দ্রলাল রায় একাধিক বার যতীন্দ্রমোহনের কবিতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। 'রেখা' কাব্যগ্রন্থ সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রলাল বলেছেন –
"কাজলা দিদির কবিতাটি সোনার অক্ষরে ছাপানো উচিত ছিল। কয়েকটি কবিতা উচ্চ অঙ্গের, বঙ্গ সাহিত্যে নূতন। আপনি রবিবাবুর ঝংকার কতক পাইয়াছেন"।

ভারতী পত্রিকায় যতীন্দ্রমোহন: ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে 'ভারতী' পত্রিকার জন্ম। দীর্ঘ ছেচল্লিশ বছর পত্রিকাটি চলেছিল, এবং সাতজন সম্পাদক বিভিন্ন সময়ে পত্রিকাটি সম্পাদনা করেছেন। যথাক্রমে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৮৭৭-১৮৮৩), স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৮৪-১৮৯৪), হিরণ্ময়ী দেবী ও সরলা দেবী (১৮৯৫-১৮৯৭), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৯৮), সরলা দেবী (পুনরায়: ১৯০৭-১৯১৪) এবং সবশেষের বছরগুলিতে সম্পাদক ছিলেন মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় (১৯১৫-১৯২৩)। ১৯১৫ থেকে ১৯২৩ পর্যন্ত ভারতী পত্রিকায় যারা কবিতা লিখেছিলেন তাঁদের মধ্যে যতীন্দ্রমোহন বাগচী যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। ভারতী পত্রিকাকে অবলম্বন করে একটি গোষ্ঠী বা দল গঠন হয়েছিল। যাকে বর্তমানে আমরা ভারতী যুগ বা ভারতী গোষ্ঠী বলে জানি । ভারতী গোষ্ঠীর কবিরা রবীন্দ্রনানুরাগী ছিলেন প্রবলভাবে। ভারতী গোষ্ঠীর কবিরা শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত হননি, তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করতেন। রবীন্দ্র বিরোধিতা ছিল তাঁদের কাছে অসহ্য। যতীন্দ্রমোহন তাঁর কবি জীবনের শুরু থেকেই ভারতী পত্রিকায় লিখতেন। ভারতী গোষ্ঠীর কবিদের সঙ্গে তিনি হৃদয়ের ভাবাবেগে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন।

উপসংহার: যতীন্দ্রমোহন বাগচী কবি হিসেবে সকলের কাছে পরিচিত হলেও, সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি পত্র-পত্রিকায় সম্পাদনা ও কার্যাবাহি হিসেবে তাঁর কৃতিত্ব বিশেষভাবে প্রশংসার দাবি রাখে। ১৯০১ - ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে যতীন্দ্রমোহন বাগচী বি. এ. পাশ করার আগেই নিউ ইন্ডিয়া পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোট গল্প ‘শুভা’; ‘কঙ্কাল’ এর ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। যেগুলি ঐতিহাসিক কারণে বিশেষ মূল্যবান বিবেচিত হয়। এরপর ১৩১৫ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে (১৯০৮ খ্রিস্টাব্দ) ‘মানসী’ পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার প্রকাশনা ও সম্পাদনার কাজে যতীন্দ্রমোহন বাগচী যুক্ত ছিলেন। অতপর ১৩২০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে (১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে) ‘মানসী’ পত্রিকার ষষ্ঠ-বর্ষ তৃতীয়-সংখ্যা সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়। জগদিন্দ্রনাথের নাম পত্রিকা সম্পাদকরূপে মুদ্রিত হলেও পত্রিকার লেখা সংগ্রহ , সংশোধন , প্রচারকার্যে যতীন্দ্রমোহন আগের মতোই দায়িত্বভার পালন করেছেন। ১৩২২ বঙ্গাব্দে মানসী পত্রিকার সাথে সাপ্তাহিক মর্মবাণী যুক্ত হয় এবং নতুন নাম ‘মানসী ও মর্মবাণী’ নামে মাসিক পত্রিকার রূপে প্রকাশিত হয়। এই সময়েও যতীন্দ্রমোহন বাগচী একইভাবে পত্রিকার সম্পাদনার কাজে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। এর ঠিক ছয় বছর পর ১৩২৮ বঙ্গাব্দে যতীন্দ্রমোহন শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ পালের সহযোগিতায় পাঁচ বৎসর ‘যমুনা’ পত্রিকার সম্পাদনার কার্যে যুক্ত ছিলেন। এরপর ১৩৫৩ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে ‘পূর্বাচল’ নামক একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন যতীন্দ্রমোহন বাগচী। এক বছর যতীন্দ্রমোহন বাগচী এই পত্রিকা সম্পাদনা করেন এবং ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারি (১৩৫৪ বঙ্গাব্দ) তিনি পরলোক গমন করেন।

গ্রন্থপরিচয় :

১) ঘোষ, জ্যোতির্ময়। (১৯৮৫) ‘যতীন্দ্রমোহন রচনাবলী’ (প্রথম খণ্ড)। পঃবঃ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।
২) ঘোষ,জ্যোতির্ময়।(১৯৮৭) ‘যতীন্দ্রমোহন রচনাবলী’ (দ্বিতীয় খণ্ড) পঃবঃ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।
৩) চৌধুরী, গীতা, (১৯৭৮) ‘আমার বাবা’, দেশ পত্রিকা, ৮২ নম্বর পৃষ্ঠা।
৪) ভাদুড়ী, ঈশিতা, (২০১৬) ‘যতীন্দ্রমোহন বাগচী’ সাহিত্য একাডেমি । কোলকাতা-০৯।
৫) রায়, অলোক, (একত্রিত সংস্করণ : মাঘ ১৪২৬ /জানুয়ারি ২০২০) ‘সাহিত্য সাধক চরিতমালা’ , (দ্বাদশ খন্ড), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষ 243/১ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড কলকাতা ৭০০০৬, (পৃষ্ঠা নম্বর ১১৪ - ১২৫)

৬) রায়, অলোক। (পরিবর্ধিত তুলসী সংস্করণ: বই মেলা ২০১০) 'যতীন্দ্রমোহন কবি ও কাব্য' ,তুলসী প্রকাশনী, ৯/৭ বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট কলকাতা ৭০০০৯ ,

৭) সিংহ রায়, গোরা। (পুনমুদ্রণ: মাঘ ১৪২৬/জানুয়ারি ২০২০) 'যতীন্দ্রমোহন বাগচীর শ্রেষ্ঠ কবিতা' , ভারবি প্রকাশনী, ১৩/১ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট কলকাতা ৭০০০৭৩।

৮) সেনগুপ্ত, অচিন্ত্য কুমার। (দ্বাদশ প্রকাশ: মাঘ ১৪২৬) 'কল্লোল যুগ', এম. সি সরকার এন্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট কলকাতা ৭০০০৭৩।

৯) হালদার, গোপাল। (মাঘ ১৪১৯) 'বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা' (দ্বিতীয় খন্ড) অরুণা প্রকাশনী কলকাতা ৭০০০০৬ .

১০) মুখোপাধ্যায়, অরুন কুমার। (সেপ্টেম্বর ২০২০/ আশ্বিন ১৪২৭) 'রবীন্দ্রানুসারী কবি সমাজ' , দে'জ পাবলিশিং ,১৩ , বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট ,কলকাতা ৭০০০৭৩

১১) বসু ,স্বপন । চৌধুরী, ইন্দ্রজিৎ। (২৯ শে মে ২০১৯) 'উনিশ শতকের বাঙালিজীবন ও সংস্কৃতি' পুস্তক বিপর্ণী, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯।

১২) গঙ্গোপাধ্যায়, আশা, (১৩৬৮) 'বাংলা শিশু সাহিত্যের ক্রমবিকাশ' সোম পাবলিশিং, ২১ , কানাই ধর লেন, কলকাতা ৭০০০১২।

১৩) জালাল, খালিদ বিন। (ফেব্রুয়ারি,২০২০/ফাল্গুন, ১৪২৬) 'নাটোরের ইতিহাস ও ঐতিহ্য', (প্রথম খন্ড) বই পত্র, ৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা - ১১০০ বাংলাদেশ।

১৪) পাল, সমর, (১৯৮৫) নাটোরের ইতিহাস, গতিধারা, ৩৮/২ ক বাংলা বাজার, ঢাকা ১১০০,বাংলাদেশ।

১৫) হক, ফজলুল। (ফেব্রুয়ারি ১৯৯২/ মাঘ ১৩৯৮) 'মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়' (১৮৬৮- ১৯২৬)। বাংলা একাডেমি, ঢাকা, বাংলাদেশ।

১৬) হোসেন, সেলিনা, ইসলাম, নূরুল। (মাঘ ১৪০৩ / ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭) বাংলা অ্যাকাডেমী চরিতাভিধান, বাংলা একাডেমি, ঢাকা,বাংলাদেশ।

১৭) রায়, জ্ঞানেন্দ্র নারায়ণ। (২৬ শে জানুয়ারি ১৯৪০) যমশেরপুর বাগচী বংশাবলী, হাং সাং, ঘূর্ণি, কৃষ্ণনগর নদীয়া।

পত্র-পত্রিকা :

১) আনন্দবাজার পত্রিকা। (২৭ নভেম্বর, ২০২১) কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী/১২৫

২) দৈনিক ভোরের কাগজ । বাংলাদেশ, (ফেব্রুয়ারী ২, ২০১৬)

৩) 'কবিতা সংগ্রহ', ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, (পৌষ ১৩৯৯ /ডিসেম্বর ১৯৯২)

৪) খান, রাজেশ, (মে ২০১৭) 'স্থানীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্য অন্বেষণে যতীন্দ্রমোহন বাগচী, পল্লীকথা প্রবন্ধের নিরিখে পাঠ বিশ্লেষণ'

বৈদ্যুতিন মাধ্যম :

১) বাংলাপিডিয়া বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ, (২৩ শে ফেব্রুয়ারি ২০১৫)

২) মিলনসাগর, (২৮ শে ফেব্রুয়ারি, ২০২১)